পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতি, ১৯৯২

মৎস ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

ভূমিকাঃ ১
১.০ পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্যবলীঃ ১
২.০ নীতির প্রয়োগ ক্ষেত্রঃ ২
৩.০ পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন কার্যক্রমঃ ২
৪.০ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী উন্নয়নঃ ৩
৫.০ হাঁস-মুরগী উন্নয়নঃ ৩
৫.১ ডিম উৎপাদনঃ ৪
৫.২ মাংস উৎপাদনঃ ৪
৫.৩ বিবিধঃ ৫
৫.৪ গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর খাদ্য উৎপাদনঃ ৫
৫.৫ ঘাস উৎপাদনঃ ৫
৫.৬ দানাদার খাদ্য উৎপাদনঃ ৬
৫.৭ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রনঃ ৬
৫.৮ পশুসম্পদ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণাঃ ৭
৫.৯ শিক্ষাঃ ৭
৫.১০ প্রশিক্ষণঃ ৭
৫.১১ গবেষণাঃ ৮
৫.১২ পুঁজি বিনিয়োগ ও ঋণ ব্যবস্থাপনাঃ ৮
৫.১৩ বীমা ব্যবস্থাঃ ৯
৫.১৪ গরু মহিষের ব্যাংক স্থাপনঃ ৯
৫.১৫ বিপণন ব্যবস্থাঃ ৯
৫.১৬ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নঃ ৯

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পশু সম্পদ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করিতেছে। পশুসম্পদ প্রত্যক্ষভাবে মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬.৫% যোগান দেয়। কৃষিক্ষেত্রে হালচাষের প্রয়োজনীয় কর্ষন শক্তির প্রায় ৯৮% যোগান দেয় দেশের গরু মহিষ। কর্ষনশক্তি, গ্রামীন পরিবর্তন, শষ্য মাড়াই- এ ব্যবহৃত পশু শক্তির ব্যবহার ও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত গোবর ইত্যাদির সঠিক আর্থিক মূল্যায়ন করা হইলে জাতীয় উৎপাদনে পশু সম্পদের অবদান হইবে প্রায় ১৫%। ১৯৮৩ সালের কৃষিশুমারী অনুযায়ী দেশে ২১.৪ মিলিয়ন গবাদি পশু, ০.৫৬ মিলিয়ন মহিষ, ১৩.৫ মিলিয়ন ছাগল, ০.৬৬ মিলিয়ন ভেড়া, ৭৩.৭ মিলিয়ন মোরগ-মুরগী এবং ১২.৬ মিলিয়ন হাঁস আছে। প্রধান আমিষ যেমন- দুধ, মাংস ও ডিম মানুষের দৈহিক বর্ধন ও মানসিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট প্রাণীজ আমিষের প্রায় ২২% আসে পশু সম্পদ হইতে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির চামড়া একটি মূল্যবান রপ্তানী পণ্য। ১৯৯০-৯১ সালে ৪৭৩.৩১ কোটি টাকা মূল্যের ১ কোটি বর্গফুট চামড়া বিদেশে রপ্তানী করা হয় যাহা মোট রপ্তানী আয়ের ৭.৮২ ভাগ। গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণের এক বিরাট অংশ বিশেষ করিয়া ভূমিহীন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বেকার যুবক ও দুঃস্থ মহিলাগণ গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী প্রতিপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

২। জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও পশুসম্পদ উপ-খাতের উন্নয়নে ইতিপূর্বে যথেষ্ঠ গুরুত্ব প্রদান করা হয় নাই। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী খাতের মোট বরাদ্দের মাত্র ১% পশুসম্পদ উপখাতের জন্য রাখা হয়। ইহা কৃষি খাতের বরাদ্দের ৩.৫%। উৎপাদনের ক্ষেত্রে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হইলেও জনসংখ্যার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে অধিকতর প্রাণীজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের সরবরাহ মাথাপিছু দৈনিক ২ গ্রাম হইতে ১.৮ গ্রামে নামিয়ে মাথাপিছু পশু খাদ্য ও অবকাঠামোগত সুবিধাদির অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, দক্ষ জনশক্তির অভাব উপরন্তু গবেষণা ও প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাব পশুসম্পদ উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। এই ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করিয়া সেইগুলি দূরীকরণ এর জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পশুসম্পদ উন্নয়নের প্রধান প্রধান বাধাসমূহ চিহ্নিত করিয়া উন্নয়ন কৌশল নির্দ্ধারণ ও বহুমুখী কর্মসূচী প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সার্বিক পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

১.০ পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্যবলী ঃ

১.১ আমিষ জাতীয় খাদ্যের সরবরাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব কম সময়ে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

১.২ ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বেকার যুবক ও দুঃস্থ মহিলাদের উন্নত গবাদি পশু, ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগী প্রতিপালনে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করতঃ দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা।

১.৩ কৃষি ক্ষেত্রে হালচাষ, শষ্য মাড়াই, গ্রামীণ পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশু শক্তির সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

১.৪ দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ব্যাপক আমদানি দ্রুত গতিতে হ্রাস করা।

১.৫ পশু সম্পদ উন্নয়নে পশু চিকিৎসা ব্যবস্থা, পশু খাদ্য উৎপাদন, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর জাত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

১.৬ চামড়া, হাড় ও অন্যান্য পশুসম্পদ উপজাত সামগ্রীর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এই সমস্ত পশু সম্পদ উপজাতভিত্তিক দেশীয় ক্ষুদ্র/মাঝারী শিল্প এবং রপ্তানী নির্ভর বৃহৎ শিল্প গড়িয়া তোলা।

১.৭ রপ্তানী নির্ভর ব্যাপক ভিত্তিক পশু সম্পদ উৎপাদন (হাঁস-মুরগীর মাংস, ছাগলের মাংস ইত্যাদি) বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারী পর্যায়ে আধুনিক খামার স্থাপনে উৎসাহ দান।

১.৮ গ্রামীণ এলাকায় বায়োগ্যাস ব্যবহার উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে বৃক্ষ ও বন সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করা।

১.৯ পশু পাখী উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নতি বিধান ও সম্প্রসারণ এবং উৎপাদকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১.১০ পশু সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি তৈরী এবং সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।

১.১১ সমন্বিত কৃষি, পশু সম্পদ উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জমির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং উৎপাদন নিশ্চিত করা।

১.১২ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে পশুসম্পদ উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের উপর প্রয়োগভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রমকে সুসংহত করা।

২.০ নীতির প্রয়োগ ক্ষেত্র ঃ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমান্তের মধ্যে গবাদি পশু, ছাগল-ভেড়া ও হাঁস-মুরগী দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য ও এইরূপ অন্যান্য পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সম্পৃক্ত সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, বহুজাতিক, বেসরকারী ও স্বেচছাসেবী সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এই নীতির প্রয়োগ ক্ষেত্রের আওতাভূক্ত হইবে।

৩.০ পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন কার্যক্রম ঃ

সমন্বিত উপায়ে দুগ্ধ, ডিম ও অন্যান্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশের পশু সম্পদ উন্নয়নের ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার প্রয়াসে পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতির আওতায় নিম্নলিখিত বিষয়ে পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবেঃ-

৩.১ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী উন্নয়ন।

৩.২ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খাদ্য উৎপাদন।

৩.৩ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ।

৩.৪ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।

৩.৫ পুঁজি বিনিয়োগ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা।

৩.৬ বিপণন ব্যবস্থাপনা।

৩.৭ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

৪.০ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী উন্নয়ন ঃ

পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতির অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হইল দেশের দুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করা। স্থানীয়ভাবে মাংসের লভ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া, গ্রামীণ পরিবহনে পশু শক্তির চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে উন্নত জাতের ষাঁড়, বলদ ও মহিষ উৎপাদন কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা। গ্রামীণ এলাকায় অধিক কর্মসংস্থান ও আর্থিক আয়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত জাতের গবাদি পশু প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

৪.১ শহর ও শহরতলী এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুগ্ধ খামার স্থাপন এবং পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্রাকার ও পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপনকে উৎসাহিত করা হইবে। বেসরকারী খাতে দুগ্ধ উৎপাদন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হইবে। বেসরকারী সংগঠন এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে এলাকায় ক্ষুদ্র খামার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইবে।

৪.২ বিদেশী উদ্যেক্তাদের সহিত যৌথ উদ্যোগে এবং শহরভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বৃহদায়তন দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।

৪.৩ দুগ্ধ উৎপাদন এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদিভিত্তিক শিল্প ও বাণিজ্যকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান পূর্বক ইহাকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হইবে।

৪.৪ বহুল পরিমাণে দুগ্ধ উৎপাদনশীল এলাকাসমূহ চিহ্নিতকরণ পূর্বক গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে সুষম পশুখাদ্য সরবরাহ এবং আধুনিক পশু চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ পূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হইবে। একই সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন দুগ্ধ উৎপাদনশীল এলাকা গড়িয়া তোলা হইবে।

৪.৫ দেশে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ক্রমান্বয়ে গুড়া দুধ আমদানি হ্রাস করা হইবে। এই লক্ষ্যে আমদানিকৃত গুড়া দুধের উপর শুল্ক বৃদ্ধির বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

৪.৬ গুড়া দুধের আমদানি ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করণের লক্ষ্যে সারাদেশে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন দুধের তৈরী মিষ্টান্ন বিক্রয় বন্ধ রাখা হইবে।

৪.৭ দুগ্ধ উৎপাদনকারী এলাকাসমূহে/ বাছাইকৃত ১০০টি উপজেলার গাভীসমূহ খাঁটি ফ্রিজিয়ান অথবা ফ্রিজিয়ান ও শাহওয়াল গরুর সংমিশ্রনে উৎপাদিত ষাঁড় দ্বারা প্রজননের ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হইবে। অনুরূপভাবে মহিষের ক্ষেত্রে নিলি, রাবী ও মুরা জাতের মহিষের মাধ্যমে দেশীয় মহিষকে সংকরায়ন করা হইবে।

৪.৮ দুগ্ধ উৎপাদনকারী ছাগলের জাত সৃষ্টি করিয়া দরিদ্র ও ভূমিহীনদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বিতরণের মাধ্যমে অধিক দুগ্ধ উৎপাদনে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা হইবে।

৫.০ হাঁস-মুরগী উন্নয়ন ঃ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দরিদ্র ও ভূমিহীন জনসাধারণের দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে স্বল্প পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগের এবং সব ধরণের পরিবেশে হাঁস মুরগী উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিগত বছরগুলিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের খামার স্থাপন একটি অর্থকরী শিল্প হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হইয়াছে; তাই পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতির অন্যতম লক্ষ্য হইবে বেসরকারী পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

বাণিজ্যিক খামার স্থাপনে উৎসাহিত করা। নদীমাতৃক বাংলাদেশে পশুসম্পদ নীতির আওতায় দেশব্যাপী হাল চাষের ব্যাপক প্রসারের কারনে পশুসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হইবে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী কর্মসূচীতে বেসরকারী স্বেচছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) অংশ গ্রহণকে উৎসাহিত করা হইবে।

৫.১ ডিম উৎপাদন ঃ

ক) সরকারী মুরগী খামারগুলির সম্প্রসারণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হইবে। একই সংগে যেই সব এলাকায় সরকারী খামার নাই, সেইসব জেলায় সরকারী পর্যায়ে একটি করিয়া নতুন মুরগীর খামার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।

খ) গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক পরিবেশে অধিক ডিম উৎপাদনকারী উন্নতজাতের মুরগী প্রতিপালনে উৎসাহিত করা হইবে। এর জন্য সরকারী মুরগী খামার হইতে স্বল্পমূল্যে ১ দিনের বাচচা ও ডেকী মুরগী সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করা হইবে এবং শহর এলাকায় বাড়ীর আংগিনায় আধুনিক পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রাকার মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে।

গ) বেসরকারী পর্যায়ে রপ্তানী নির্ভর উন্নত জাতের লেয়ার মুরগীর খামার স্থাপনকে উৎসাহিত করা হইবে।

ঘ) মাছের খাদ্য হিসাবে হাঁস-মুরগীর বর্জ্য ব্যবহারের জন্য হাঁস মুরগী ও মৎস্য চাষীকে সমন্বিত চাষের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইবে।

অনুরূপভাবে হাঁসের সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে ডিম উৎপাদন ত্বরান্বিত করার জন্য দেশের নিম্নাঞ্চলগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাঁসের প্রজনন খামার স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমান প্রচলিত বাচচা বিতরণ, সুষম খাদ্য সরবরাহ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি আরও সম্প্রসারণ করা হইবে।

৫.২ মাংস উৎপাদন ঃ

ক) উপজাত খাদ্যর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এলাকা চিহ্নিত করিয়া গবাদিপশু ও ছাগল-ভেড়া মাংশলকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেওয়া হইবে। এতদ্‌উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপগুলিতে গবাদিপশু ও ছাগল ভেড়ার মাংশলকরণের কর্মসুচীর আওতাভূক্ত করা হইবে।

খ) উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহন করা হইবে।

গ) শহর ও শহরাঞ্চল এলাকায় অধিক মাংস উৎপাদনকারী তথা বয়লার মুরগীর ক্ষুদ্রাকার ও বৃহদাকার খামার স্থাপনের জন্য বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করা হইবে।

ঘ) বেসরকারী পর্যায়ে রপ্তানী নির্ভর বয়লার মুরগীর খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হইবে। এই সব খামারে সরবরাহের জন্য বয়লার জাতের ১ দিনের বাচচা উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হইবে।

শহর এলাকায় ব্যাপকহারে উন্নতজাতের ব্যবস্থাপনা পরিবেশে অধিক মাংস উৎপাদনকারী জাতের হাঁসের খামার স্থাপনে বেসরকারী সংস্থাকে উৎসাহিত করা হইবে।

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

৫.৩ বিবিধ ঃ

ক) সম্ভাবনাময় দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভী যাহাতে নিধন না হয় সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা হইবে। তাহা ছাড়া ১ বছরের নীচে বক্‌না এবং ষাঁড় বাছুর জবাই নিষিদ্ধ আইন ব্যাপকভাবে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

খ) চা বাগান ও অন্যান্য প্ল্যান্টেশন প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করা হইবে।

গ) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সরবরাহকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় এজেন্টদেরকে তাহাদের প্রিন্সিপ্যালের সহায়তায় বৃহদায়তন দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী করিয়া তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হইবে।

ঘ) উন্নতজাতের গবাদি পশুর প্রজনন বৃদ্ধির জন্য ফ্রোজেন সিমেন দেশের পল্লী অঞ্চলে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি কর্মসূচী হাতে নেওয়া হইবে।

ঙ) সরকারী গবাদি পশু খামারসমূহে বিদেশী খাঁটি জাতের গরু যথা- শাহীওয়াল ও ফ্রিজিয়ান জাতের মজুত গড়িয়া তোলার সাথে সাথে দেশীয় গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীকে বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষার জন্য জিন ব্যাংক স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।

চ) পশু পাখীর রপ্তানী নির্ভর খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনে সহজ শর্তে ঋণদান, টেক্স হলিডে, শুল্কবিহীন খাদ্য উপকরণ আমদানি ইত্যাদি সুবিধা দেওয়া হইবে।

৫.৪ গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর খাদ্য উৎপাদন ঃ

পশুখাদ্য উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সারাদেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মিটাইবার জন্য আবাদী জমির প্রায় সবটুকুই ব্যবহার হইতেছে বিধায় পশুপাখীর খাদ্য উৎপাদন কিংবা গো-চারণ ভূমি হিসাবে ব্যবহারের জন্য জমি পাওয়া দুষ্কর। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতির আওতায় বিকল্প উপায়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পশু পাখীর খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সমন্বিত কৃষি ও ঘাস চাষে জমির সুষ্ঠু ব্যবহার কৃষি ও শিল্পে উপজাত হিসাবে প্রাপ্ত সামগ্রী এবং বিভিন্ন অপ্রচলিত দ্রব্যাদি পশুপাখীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

৫.৫ ঘাস উৎপাদন ঃ

ক) দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল ঘাস গো-চারণ ভূমি সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করা হইবে এবং সুষ্ঠু ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এইগুলি যথাযথ সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল জমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে এইগুলি সামাজিক বা দলীয় মালিকানায় হস্তান্তরের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হইবে।

খ) স্থানীয় বেসরকারী স্বেচছাসেবী সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, সমবায় সমিতির ব্যবস্থায় বড় রাস্তা, বাঁধ ও রেল লাইনের পার্শ্বে নেপিয়ার, পরা সেন্টাসিমা, কুরজু, ষ্টাইলো, স্যানজে ইত্যাদি এবং যে সমস্ত গাছের পাতা পুষ্টিমানে উন্নত যেমন- কাঞ্চন, আইয়াল, ডেওয়া, বাবলা ইত্যাদি গাছ লাগানোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। এইজন্য প্রয়োজনীয় বীজ, চারা ও কাটিং সরকারী খামার হইতে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইবে।

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

গ) পরিবেশ সংরক্ষনের অধীনে বহুমুখী উৎপাদনকারী ফল, কাঠ, জ্বালানী ইত্যাদি এবং দ্রুত বর্দ্ধনশীল বৃক্ষ যেমন-কাঁঠাল, নারিকেল, আম, ইপিল-ইপিল ইত্যাদি বাড়ীর আংগিনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বড় রাস্তা, বাঁধ, রেললাইন ইত্যাদি স্থানে লাগানো বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইবে।

ঘ) বন বিভাগের সাথে যৌথ উদ্যোগে বনায়ন এলাকায় উন্নত জাতের ঘাস চাষের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে।

ঙ) প্রতি উপজেলায় প্রদর্শনী ঘাস খামার স্থাপন করা এবং সেখান হইতে কৃষকদেরকে বিনামূল্যে ঘাসের বীজ/ চারা সরবরাহ করিবার বাবস্থা লওয়া হইবে।

চ) বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপকুল এলাকায় ঘাস চাষের বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে।

ছ) ঘাস চাষ জনপ্রিয় করিবার জন্য সরকারী সম্প্রসারণ কার্যক্রম অধিকতর জোরদার করা হইবে।

৫.৬ দানাদার খাদ্য উৎপাদন ঃ

ক) বেসরকারী খাতে পশুপাখীর সুষম দানাদার খাদ্য উৎপাদনকারী কারখানা স্থাপনকে উৎসাহিত করা হইবে।

খ) পশুখাদ্য উৎপাদনে বেসরকারী উদ্যোগকে সরকারী সমর্থন প্রদান করা হইবে। এ ছাড়াও দানাদার পশু খাদ্যের উৎপাদন ও বিপনণে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা হইবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

গ) পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত এমন কৃষিজাত উপকরণ যেমন-গমের ভূষি, চালের কুড়া ডালের ভূষি, খইল, গুড় ইত্যাদি যে কোন রকমের রপ্তানী অবশ্যই নিষিদ্ধ থাকিবে।

ঘ) পরিবেশ দুষণ রোধকল্পে যত্রতত্র গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী জবাই আইনগতভাবে বন্ধ করিবার নিয়ন্ত্রিত উপায়ে কসাইখানা স্থাপন করতঃ কসাইখানার উপজাত সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণপূর্বক গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

ঙ) পশুখাদ্য তৈরীর জন্য খইল এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য ভোজ্য তেলের পরিবর্তে তেল বীজ আমদানীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে। এ ব্যপারে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহিত আলোচনাক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

৫.৭ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রন ঃ

গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে রহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লওয়া হইবে এবং জনসাধারণ যাহাতে সুলভ মূল্যে ঔষধ পাইতে পারে সেইজন্য দেশের বেসরকারী ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হইবে। উল্লেখ্য যে সকল অবস্থাতেই কৃমিনাশক ঔষধ বিনামূল্যে বিতরনের ব্যবস্থা চালু থাকিবে।

টিকাবীজ প্রয়োগে বর্তমানে প্রচলিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশুসম্পদ সংযোগ কর্মীদের নিয়োগ, টিকাবীজ প্রাপ্তির সহজলভ্য করার ব্যবস্থা ও টিকাবীজ উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সকল প্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে।

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

আন্তর্জাতিক নিয়মে প্রতি দশ হাজার পশুপাখীর সুচিকিৎসার জন্য একজন পশু চিকিৎসকের প্রয়োজন। সরকারীভাবে এত ব্যাপকতর চিকিৎসক নিয়োগ সম্ভব নয়। পশুসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ও পশু চিকিৎসা ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হইবে। এ ব্যাপারে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম যথা দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি, পশুপাখী উন্নয়নের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, পশু পাখীর রোগ মুক্ত করার কার্যক্রম প্রভৃতি প্রণয়ন করা হইবে। এ ব্যাপারে পশু চিকিৎসা ও পশু বিজ্ঞানের ডিগ্রীধারীদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করিয়া আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে।

৫.৮ পশুসম্পদ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ঃ

দেশের পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতির আওতায় উহার প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপক প্রসারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবভিত্তিক ও জোরদার করা হইবে। পশুপাখীর জাত ও মান উন্নয়নের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিবার সংগে সংগে অভিযোজিত প্রযুক্তি প্রয়োগ কার্যকরী করিবার জন্য গবেষণা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা হইবে।

৫.৯ শিক্ষা ঃ

ক) প্রাথমিক পর্যায়ে পশুপালন ও পশু চিকিৎসার বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা যাহাতে শিক্ষার্থীর উপর অতিরিক্ত বোঝা সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইবে।

খ) স্নাতক পর্যায়ে বর্তমানে প্রচলিত পশু পালন ও পশু চিকিৎসকের দুইটি ডিগ্রীকে একীভূত করিয়া একটি সমন্বিত ডিগ্রী প্রদানের বিষয় কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহিত আলোচনাক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

গ) জনসাধারণের মাঝে পশুপালন ও চিকিৎসা শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসারের উদ্দেশ্যে বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি জাতীয় প্রচার মাধ্যমসহ অন্যান্য সকল মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

ঘ) বিভিন্ন অপ্রচলিত দ্রব্যাদি পশুপাখীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার, দুধ, মাংস, ডিমের উপকারিতা বিভিন্ন ধরনের পশুপাখী প্রতিপালন ও এইগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং পশুপাখীর নানা প্রকার রোগ ও ইহাদের প্রতিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হইবে।

৫.১০ প্রশিক্ষণ ঃ

ক) অফিসার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং ভেটেরনারী/লাইভষ্টক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট সমুহের পাঠ্যক্রম পরিবর্তনশীল আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, অধিক কর্মদক্ষ ও গ্রামীণ পর্যায়ে সম্প্রসারণ উপযোগী করা হইবে।

খ) পশুসম্পদ উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনশক্তিকে আরও দক্ষ কার্যক্রম এবং সম্প্রসারণ উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদার করা হইবে।

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

গ) গ্রামীণ এলাকায় পরিবারভিত্তিক পশুসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম, টিকা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা, কৃমি দমন, উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী, ছাগল-ভেড়া গবাদি পশু প্রতিপালন, উন্নত ঘাস চাষ পদ্ধতি ইত্যাদি ফলপ্রসু করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ওয়ার্ডভিত্তিক পশুসম্পদ সংযোগ কর্মী তৈরীর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

ঘ) প্রতিটি উপজেলায় কিছু সংখ্যক নির্বাচিত উৎসাহী কৃষক ও বেকার যুবকদের উন্নত জাতের গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর খামার স্থাপনের বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

৫.১১ গবেষণা ঃ

ক) পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য গবেষণা অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক উহার উপর ভিত্তি করিয়া ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে।

খ) স্থানীয় "ব্ল্যাক বেংগল" জাতের ছাগলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত অপ্রচলিত দ্রব্যাদি পশু পাখীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করা হইবে।

গ) গবেষণার মাধ্যমে পরীক্ষাগারে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্থানান্তরের সহজ ও নিবিড় করিবার লক্ষ্যে গবেষণা সম্প্রসারণ যোগসূত্র জোরদার করা হইবে।

ঘ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন ও অব্যাহত তদারকী ও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হইবে।

৫.১২ পুঁজি বিনিয়োগ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা ঃ

দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী উন্নয়নে কর্মসূচী মূলতঃ গ্রামমুখী। স্বাভাবিকভাবে দেশের গ্রামীণ এলাকায় সুষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি ও সহজ ঋণ ব্যবস্থাপনা না থাকায় গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী উন্নয়ন কর্মসূচী বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। তাই গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বিশেষ করিয়া ভূমিহীন, ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অত্যন্ত অপরিহার্য। পশু সম্পদ উন্নয়নে সুষ্ঠ অথ বিনিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে নিম্নেবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবেঃ

ক) পারিবারিক পর্যায়ে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সহজ ঋণ কর্মসূচী এবং বিতরণ পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। প্রাতিষ্ঠানিক এই ঋণ বাবস্থাপনা কোন সুষ্ঠ এনজিও অথবা গঠিত বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে পশুসম্পদ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সাথে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করা হইবে।

খ) বেসরকারী পর্যায়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর খামার স্থাপনের পুঁজি বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা শিল্প ঋণ বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত হইবেন।

গ) ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র এবং মধ্যবিত্ত কৃষকদের গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী প্রতিপালনের ঋণ পরিশোধের টেকনিক্যাল প্যারামিটার এমনভাবে তৈরী করা হইবে যে খামারের উৎপাদন হইতে ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন।

ঘ) হাঁস-মুরগী ও মৎস চাষ এবং পশুসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হইবে। ঋণের শর্ত ও পরিমাণ অর্থ বিভাগ এবং বংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে নির্ধারণ করিবে।

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

৫.১৩ বীমা ব্যবস্থা ঃ

ক) উন্নত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর বীমা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল স্তরের উৎসাহী প্রতিপালকদের উৎসাহিত করা হইবে।

খ) গ্রামীণ এলাকায় নুতন প্রতিষ্ঠানিক ঋণ বাবস্থায় অন্তরায় হিসাবে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী প্রতিপালিত হইবে সেই ক্ষেত্রে বীমা ব্যবস্থা ঋণের সাথে সংযুক্ত থাকিবে।

৫.১৪ গরু মহিষের ব্যাংক স্থাপন ঃ

ক) থাইল্যান্ডের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে একটি গরু মহিষের ব্যাংক স্থাপন করা হইবে। এই লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের চারটি প্রশাসনিক বিভাগে চারটি পাইলট প্রকল্প হাতে লওয়া হইবে।

খ) ব্যাংক শুধুমাত্র গরু মহিষ বর্গা হিসাবে প্রদান করিবে। এইরূপ বর্গা প্রদানের শর্তাবলী সরকারের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

গ) ছাগল ব্যাংক কার্যক্রম গরু-মহিষ থেকে ভিন্ন রকম হইবে। প্রতিটি দুঃস্থ পরিবারকে ১-২ টি ছাগল বর্গা হিসাবে এই শর্তে দেওয়া হইবে যে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট বছরের ১ম দুই বৎসরে ২টি ৮ মাস বয়সের মাদী বাচছা ফেরত দিবেন। এইভাবে তিনি ছাগলের মালিক হইবেন এবং প্রাপ্ত ২টি মাদী বাচছা পরবর্তীতে অন্য দুঃস্থ পরিবারকে দেওয়া হইবে।

৫.১৫ বিপণন ব্যবস্থা ঃ

উৎপাদনের সহিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বিধায় উৎপাদিত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মাংস ও ডিম ইত্যাদির সুষ্ঠু বিপনন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে উৎপাদিত দ্রব্যাদি ও উৎপাদনের সহিত জড়িত উপকরনাদি আমদানি ও রপ্তানী ইত্যাদি প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সম্পাদনের জন্য বেসরকারী খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হইবে।

৫.১৬ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ঃ

ক) পশুসম্পদ অধিদপ্তরের অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ

জাতীয় অর্থনীতিতে পশুসম্পদের বর্তমান ভূমিকা ও ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময় অবস্থার প্রেক্ষাপটে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের বর্তমান অবকাঠামো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া বাস্তবভিত্তিক করা হইবে।

খ) বাংলাদেশ পশুসম্পদ উন্নয়ন পরিষদ ঃ

পশুসম্পদ উন্নয়নের এই সরকারী উদ্যোগকে সফল করা এবং সরকারের পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নে মনিটরিং করিবার জন্য "বাংলাদেশ পশুসম্পদ পরিষদ" গঠন করা হইবে। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পদাধিকার বলে এই পরিষদের প্রধান থাকিবেন। পশুসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিকেও সরকার সদস্য হিসাবে এই পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com